নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০২৩.২২-২৯৭

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩০ / ১৪ মে ২০২৩

পরিপত্র-৮

বিষয় : গাজীপুর, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা, নির্বাচনি মালামাল পরীক্ষা ও সংরক্ষণ, প্রার্থীর মৃত্যুবরণ, ভোটগ্রহণের সময় নির্ধারণ, ভোটকেন্দ্র থেকে সরাসরি নির্বাচন কমিশনে ডাকযোগে ভোটগণনার বিবরণী প্রেরণ, ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা ও পুনঃভোটগ্রহণ, ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত তালিকা প্রদর্শনী, বিভিন্ন অনিয়ম ও অবৈধ কার্যক্রম রোধ, কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ, নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ও সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে গাজীপুর, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন উপলক্ষে নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো :

০২। **ভোটকেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্যাদি ঠিক রাখা:** গাজীপুর, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে ইতোমধ্যে ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা বিধি মোতাবেক গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যে যে এলাকার ভোটারগণ ভোট প্রদান করবেন সে এলাকার ভোটার সংখ্যা অনুসারে ভোটকেন্দ্রে ইভিএম সরবরাহ করতে হবে।

০৩। **ইভিএমসহ নির্বাচনি মালামাল পরীক্ষা করা ও নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করা:** গাজীপুর, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল আপনার নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। পরীক্ষান্তে কোন মালামাল ঘাটতি থাকলে তা নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে সংগ্রহ করতে হবে। ইভিএম মেশিন বা নির্বাচনি মালামাল ট্রেজারিতে অত্যন্ত নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইভিএম মেশিনের বিষয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে কোন ভাবেই ইভিএম মেশিনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

০৪। **প্রার্থীর মৃত্যুবরণ:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২০ উপবিধি (১) অনুসারে ভোটগ্রহণের পূর্বে বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচন কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির দ্বারা বাতিল করে দিবেন। উক্ত বিধির উপবিধি (২) অনুসারে রিটার্নিং অফিসার উপবিধি (১) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে জানাবেন। উপবিধি (৩) অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে অবহিত হওয়ার অব্যবহিত পর কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার সংশ্লিষ্ট পদে নতুন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করবেন এবং কমিশনের উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ইতঃপূর্বে কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকলে এবং তিনি তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করে থাকলে তাকে নতুন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না।

০৫। **ভোটগ্রহণের স্থান, দিন ও সময় নির্ধারণ:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ২৭ এ উল্লেখ রয়েছে যে, রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময়সূচি নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত সময়সূচি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করবেন। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আগামী **২৫ মে ২০২৩** তারিখ ও খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আগামী **১২ জুন ২০২৩** তারিখ এবং রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আগামী **২১ জুন ২০২৩** তারিখ সকাল **০৮:০০ হতে বিকাল ০৪:০০টা** পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করা হবে। ভোটকেন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে ভোটগ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং ভোটগ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করে জনসাধারণকে অবগত করার জন্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে **২০ মে ২০২৩** তারিখ ও খুলনা ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে **০৭ জুন ২০২৩ এবং** রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে **১৫ জুন ২০২৩** তারিখের মধ্যে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করবেন এবং এর একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

০৬। **প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে ভোটগণনার বিবরণী প্রেরণ:** নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে ভোটগণনার বিবরণীর ০১ (এক) কপি প্রেরণ করবেন। এ জন্য প্রতি কেন্দ্রে ০১টি করে বিশেষ খাম সরবরাহ করা হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুদ্রিত খাম রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট প্রেরণ করা হবে। ভোটগ্রহণের দিন পোস্ট অফিসসমূহ যাতে সারা রাত্রি খোলা রেখে বিশেষ খাম নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পৌছানোর ব্যবস্থা করে তার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে ডাক বিভাগকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০৭। **ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা:** প্রিজাইডিং অফিসার কী কী অবস্থায় ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারবেন তা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৩৭ এ সন্নিবেশিত রয়েছে। যদি উক্ত বিধিতে উল্লিখিত কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার কোন ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা রিটার্নিং অফিসারকে জানাবেন। প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোটগ্রহণ বন্ধ হওয়ার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে টেলিফোন/ফ্যাক্স/ইন্ট্রানেট এর মাধ্যমে জানাতে হবে।

০৮। **বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন:** যে ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন নতুন করে উক্ত ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করবে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রাধীন সকল ভোটার ভোট দিতে পারবেন এবং বন্ধ ঘোষিত নির্বাচনে যে সমস্ত ভোট প্রদত্ত হয়েছে তা গণনা করা যাবে না।

০৯। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত পোস্টার প্রদর্শন:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৩০ অনুসারে যে সকল ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন অর্থাৎ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা সাদা কাগজে প্রণয়ন করবেন এবং উক্ত তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি প্রিজাইডিং অফিসারগণকে প্রদান করবেন। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই ভোটকেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথে ও ভোটকেন্দ্রের প্রকাশ্যস্থানে উক্ত তালিকা প্রদর্শনের জন্য আপনি প্রিজাইডিং অফিসারদের নির্দেশ দিবেন এবং ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকার যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ যেন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে প্রিজাইডিং অফিসারগণকে নির্দেশ দিবেন। কোন অবস্থায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। প্রিজাইডিং অফিসারগণকে ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্রের সার্বিক পরিস্থিতি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করতে নির্দেশ প্রদান করবেন।

১০। **নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়ম ও অবৈধ কার্যক্রম রোধ করা:** নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রাক্কালে ভোটাধিকার প্রয়োগ/ভোটদানের অনিয়ম/ভোটগ্রহণকালে অনিয়ম/ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষা, ভোটদানে অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং ভোটগ্রহণের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কার্যকলাপ হতে বিরত থাকা সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৬৯ হতে বিধি ৮৬ তে বিস্তারিতভাবে অপরাধ এবং দন্ডবিধানের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

১১। **ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা:** বিধিমালার ৭৮ বিধি অনুসারে যদি কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত পোলিং অফিসার, অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোটগণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যূন ০৬ মাস ও অনধিক ০৫ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন, যদি তিনি-

(ক) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করতে বা রক্ষায় সাহায্য করতে ব্যর্থ হন;

(খ) কোন আইনানুগ উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোটগ্রহণ শেষ হবার পূর্বে সরকারি সিলমোহর সম্পর্কে কোন তথ্য কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করেন; বা

১২। **সরকারি কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রার্থীগণের পক্ষাবলম্বন না করা:** বিধি ৭৯ অনুসারে কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য অন্যূন ০৬ মাস ও অনধিক ০৫ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন, যদি তিনি কোন নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা অথবা কোন ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে-

(ক) কোন ব্যক্তিকে ভোটদানে প্ররোচিত করেন;

(খ) কোন ব্যক্তিকে ভোটদান হতে নিবৃত করেন;

(গ) কোন ব্যক্তির ভোটদানকে যে কোন পন্থায় প্রভাবিত করেন, অথবা

(ঘ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে অন্য কোন কাজ করেন।

১৩। **নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারি কর্তব্য লঙ্ঘন:** বিধি ৮০ অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, অথবা বিধিমালার দ্বারা বা অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা সরকারি দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন সরকারি দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তি অনধিক ০৬ মাস ও অনধিক ০১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১৪। **সরকারি কর্মচারীগণের পদমর্যাদা অপব্যবহারের শাস্তি:** বিধি ৮১ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে তার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে তিনি অন্যূন ০৬ মাস ও অনধিক ০৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

১৫। **নির্বাচনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদন:** গাজীপুর, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে যাতে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারগণ এবং নির্বাচনের সংগে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারী অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ আইন ও বিধি অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনি কার্যাদি সম্পাদনে তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করেন এবং সকল প্রকার প্রভাব হতে মুক্ত ও নিরপেক্ষ থেকে নিষ্ঠার সাথে নির্বাচন পরিচালনা করেন সে বিষয়ে সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। রিটার্নিং অফিসার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে বৈঠক করে স্ব স্ব আওতাধীন প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/ পোলিং অফিসার ও নির্বাচনের সংগে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে উক্তরূপে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপত্তার সাথে নির্বাচনি কার্যাদি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিবেন। সে সাথে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়েল এবং প্রিজাইডিং অফিসার এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের জন্য প্রণীত নির্দেশিকাতে রিটার্নিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারদের যে ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিবেন।

১৬। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪/৫/২০২৩

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোনঃ ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail:sasemc1@gmail.com

আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/সিলেট অঞ্চল
ও
রিটার্নিং অফিসার, গাজীপুর/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

নং- নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০২৩.২২-২৯৭

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩০ / ১৪ মে ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ-২ প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার,.....(সংশ্লিষ্ট) বিভাগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১১. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক,.....(সংশ্লিষ্ট) রেঞ্জ
১২. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট) মেট্রোপলিটন পুলিশ
১৩. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা

১৫. প্রকল্প পরিচালক, ইভিএম প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৭. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৮. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. জেলা প্রশাসক,.....(সংশ্লিষ্ট)
২০. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২১. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. সিনিয়র জেলা/ জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২৪. জেলা তথ্য অফিসার,.....(সংশ্লিষ্ট)
২৫. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি,.....(সংশ্লিষ্ট)
২৬. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ....., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৯. থানা/উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা,.....(সংশ্লিষ্ট)
৩০. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা.....(সংশ্লিষ্ট) থানা।

১৪/৭/২০২৬

(মোহাম্মদ মোরশেদ আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com